লিপি | শিলিগুড়ি, বুধবার, ১৬ মে ২০১৮
Siliguri- Wednesday- May 16, 2018
Arthik Lipi, Page 7

ভোট শেষ হতেই বিরোধীদের বাড়িতে ভাঙচুর, মারধরের অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, পান্ডুয়া ঃ ভোটপর্ব শেষ হতেই হামলা বিজেপি ও সিপিএম প্রার্থী এবং সমর্থকদের। এমনটাই অভিযোগ উঠল হুগলির বিভিন্ন এলাকায়। আর অভিযোগের তির শাসক তৃণমূল কংগ্রেসের দিকে। বিরোধী দল সূত্রে জানা গেছে, পাণ্ডুয়া ও বলাগড়ে মোট ৪০টি বাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে। এই ঘটনায় কমপক্ষে ৭জন আহত হয়েছেন। তৃণমূল অবশ্য সমস্ত অভিযোগই অস্বীকার করেছে। সোমবার রাতে ভোট শেষ হতেই তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির প্রার্থী ও সমর্থকদের বাড়ি ভাঙচুর করে বলে অভিযোগ। সেই সঙ্গে কর্মীদের লাঠি ও রড দিয়ে মারধর করা হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় বেশ কয়েকজনকে চুঁচুড়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পান্ডুয়া সরাই-তিন্না গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৮নং পঞ্চায়েত সমিতির অমল মৃধাসহ মোট ২০জনের বাড়িতে দুষ্কৃতীরা হামলা চালায়। বাড়ির টালির চাল ও কিছু মোটরভ্যান ভেঙে দেয়। বিজেপি সমর্থকের বাড়িতে ঢুকেও তাণ্ডব চালানো হয় বলে অভিযোগ। তাঁদের কয়েকজনকে মারধরও করা হয়। বিজেপির এক সমর্থক স্বপন মণ্ডল বলেন, ভোটের ব্যালট বাক্স নিয়ে যাওয়ার পরেই তৃণমূলের পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য বিশ্বজিৎ মণ্ডলের অনুগামীরা তাঁর বাড়িতে ভাঙচুর চালায়। আলমারি ভেঙে ধান বিক্রির লক্ষাধিক টাকা ও সোনার গহনা লুট করে নিয়ে চলে যায়। তাঁরা পাশের আত্মীয় বাড়িতে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচান। যদিও বিশ্বজিৎবাবু এই অভিযোগ অস্বীকার করেন। তাঁর বক্তব্য, বিজেপি নিজেদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরেই এই ভাঙচুর হয়েছে। এর সঙ্গে তাঁদের কোনও যোগ নেই। অন্যদিকে বলাগড় চরকৃষ্ণবাটীতেও বিজেপি কর্মীর বাড়িতে সোমবার রাতে ভাঙচুর করা হয়। শ্রীপুর-বলাগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ মিলনগড়ের ১০০ নং বুথে গ্রাম সভার প্রার্থী পূর্ণিমা সরকারের বাড়িতে হামলা হয়। ওই এলাকায় সিপিএম কর্মী রাতের অন্ধকারে নেপলা দিয়ে কোপানো হয় বলে অভিযোগ। একই বাড়ির সিপিএম কর্মী গৌর বিশ্বাস, নিতাই বিশ্বাস ও সবিতা বিশ্বাসকে গুরুতর আহত অবস্থায় চুঁচুড়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অভিযোগ, শখানেক লোক তাঁদের প্রায় ২০টি বাড়িতে ভাঙচুর চালিয়েছে বলে সিপিএমের অভিযোগ। যদিও সিপিএমের উপর এই হামলার অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল। তাঁদের বক্তব্য, মিথ্যা অভিযোগ করে তাঁদের উপর দোষারোপ করা হচ্ছে।

আরামবাগে পাঁচ বুথে পুনর্নির্বাচনের সম্ভাবনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনের ভোট গ্রহণ শেষ হয়েছে। এবার পালা গণনার। বৃহস্পতিবার ভোট গণনার পরেই নির্বাচনের দাঁড়ানোর প্রার্থীদের ভাগ্য জানা যাবে। তার আগে ভোট বাক্সে তাঁদের ভাগ্য সযত্নে সুরক্ষিত করা হয়েছে। বিভিন্ন ব্লকের স্ট্রং রুমে তা রাখা রয়েছে। তবে তার আগেই আজ বুধবার এই মহকুমার পাঁচটি বুথে পুনরায় নির্বাচনের আভাস পাওয়া গেছে। প্রশাসনিক সূত্রে শেষ পাওয়া খবরে জানা গেছে, যে সমস্ত বুথে পুনরায় নির্বাচনের প্রস্তুতি চলছে সেগুলি হল আরামবাগ ব্লকের ২০৮ নং বুথ সিয়ারা প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২১০ নং ও ২১১ নং বুথ রাগপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২১৭ নং বুথ হিয়াতপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং পুরশুড়ার ব্লকের ১০৫নং বুথ চিলাডাঙ্গী উত্তরপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়। এবার ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনে আরামবাগ মহকুমায় ১২৩টি আসনে মোট প্রার্থী আছেন ২৪৯জন। পঞ্চায়েত সমিতি ২২টি আসনে প্রার্থী আছেন ৪৬জন এবং জেলা পরিষদে ৫টি আসনে প্রার্থী আছেন ১৪জন। মহকুমায় ১১০৮টি বুথের মধ্যে এবার ৪৮৯টি বুথে ভোট নেওয়া হয়েছে। প্রার্থীদের মধ্যে বিরোধীদের থেকে তৃণমূলের গোঁজ প্রার্থীর সংখ্যাই বেশি। গোঁজই থাক আর যাই থাক সাধারণ মানুষ কিন্তু ভোট উৎসবে যোগ দিলেন খোস মেজাজেই। ভোটও পড়েছে বেশভালো। আরামবাগ মহকুমায় এবার ভোটের শতকরা হার ৭৭.২৬। এরমধ্যে পুরশুড়ায় ৭৭.৬৩, আরামবাগে ৭৭.৫৭, খানাকুল-১নং ব্লকে ৮০.০৬, খানাকুল -২নং ব্লকে ৭২.৭৮, গোঘাট-১নং ব্লকে ৭৫.৯৭, এবং গোঘাট- ২নং ব্লকে ৮১.৫৩। প্রতিটি স্ট্রংরুমে প্রশাসন নিরাপত্তায় কোনওরকম খামতি রাখেনি। স্ট্রংরুমের বাইরে রয়েছে সিসি ক্যামেরা। এছাড়াও অস্ত্রধারী পুলিশ দিয়ে একাধিক নিরাপত্তা বলয় তৈরি করা হয়েছে। কারণ এই স্ট্রংরুমেই মহকুমার ৩০৯জন প্রার্থীর ভাগ্য লুকিয়ে রয়েছে।

ভিনরাজ্যে কাজ করতে গিয়ে মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বর ঃ ভিন রাজ্যে কাজ করতে গিয়ে অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল হুগলির ধনেখালি থানার চৈতন্যবাটী এলাকায়। মৃতের নাম শান্তনু সাঁতরা (২৪)। জানা গেছে, গুজরাটের দিশায় বছর দশেক আগে সোনা ও রূপার কারিগর হিসাবে কাজ করতে যান তিনি। দুর্গাপুজোর সময় শেষবার তিনি বাড়িতে এসেছিলেন। রবিবার বাবা গোবিন্দ সাঁতরা সঙ্গে তাঁর ফোনে কথা হয়েছিল। সোমবার গুজরাটের ওই ঘর থেকে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। সেখানে ময়নাতদন্তের পর হুগলির ধনেখালিতে বাড়ির উদ্দেশ্যে দেহ নিয়ে আসা হচ্ছে। পরিবারের দাবি, মালিকের কাছে বকেয়া টাকা চাওয়ার জন্য মালিক মারধর করে দেহ ঝুলিয়ে দিয়েছে। তদন্ত করে দোষীদের শাস্তির দাবি পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় অভিযোগ জানানো হবে বলে জানা গেছে।

সামনে বর্ষা, তৈরি হয়নি নদীবাঁধ ঃ ক্ষুব্ধ খানাকুলবাসী

নিজস্ব সংবাদদাতা, খানাকুল ঃ বছরের বেশিরভাগ সময়েই হুগলির খানাকুলের অধিকাংশ এলাকা বন্যার জলের তলায় চলে যায়। খানাকুল চত্বর নদী নালা দিয়ে ঘেরা হওয়ার কারণে বন্যা থেকে খানাকুলবাসীকে রক্ষা করতে খানাকুলের বিভিন্ন জায়গায় নদীর ধারে নদীবাঁধ তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু তারপর থেকেই নদীবাঁধের উন্নয়নের জন্য সেভাবে কোনও উদ্যোগ প্রশাসনের তরফ থেকে নেওয়া হয়নি বলে এলাকাবাসীর অভিযোগ। ফলে প্রতিবছর বর্ষায় নদীবাঁধগুলির অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। এর ফলে অনেক সময় বন্যার জল নদীবাঁধ ভেঙে গ্রামগুলি ভাসিয়েও নিয়ে যায়, ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন গ্রামবাসীরা। কিন্তু এরপরেও নদীবাঁধ ভাঙা থেকে মানুষকে রক্ষা করার জন্য বাঁধ মেরামত করা ছাড়া সেইভাবে বন্যা প্রতিরোধে কোনও উদ্যোগ নেয়নি প্রশাসন। এবিষয়ে খানাকুলের ঘোড়াদহ এলাকার বাসিন্দা সুজয় মালিক বলেন, গতবছর বন্যার সময়ে এখানে নদীবাঁধ ভেঙে ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি হল। সেই সময়ে রাজ্য ও কেন্দ্রের অনেক বড় বড় ব্যক্তিত্বরা এসে অনেক প্রতিশ্রুতি দিলেন। কিন্তু তা বাস্তবায়িত হয়নি এতদিনেও। কোনওক্রমে দায়সারাভাবে বাঁধের ভাঙা এলাকা জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এদিকে এবারের বর্ষায় একই জায়গায় পুনরায় বাঁধভাঙার উপক্রম হয়ে উঠেছে। ফলে আমাদের প্রত্যেকদিন আতঙ্কে দিন কাটাতে হচ্ছ। এদিকে প্রায় একইরকম অভিযোগ কাবিলপুরের বাসিন্দা কমল দোলুই, ঠাকুরানীচকের দীনেশ ঘোষ, মোস্তাফাপুরের শ্যামলী বরদের। তাঁদের দাবি, স্থায়ীভাবে এই সমস্যার মোকাবিলায় উদ্যোগী হতে হবে প্রশাসনকে। প্রয়োজনে বিভিন্ন জায়গায় নদীবাঁধ ঢালাই করে দিতে হবে। ঘটনাপ্রসঙ্গে খানাকুলের বিধায়ক ইকবাল আহমেদ বলেন, বন্যা প্রতিরোধে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন এলাকায় নদীবাঁধ ঢালাইয়ের কাজ শুরু হয়েছে, তাছাড়া ভেটিভার ঘাস চাষ করে তা নদীবাঁধগুলিতে লাগিয়ে বন্যায় নদীবাঁধ ভাঙন রোধ করার চেষ্টা কর হচ্ছে। এরপর আগামীদিনে আরও উন্নয়ন করা হবে।

স্ত্রী উপর সন্দেহ, খুনের চেষ্টা

নিজস্ব সংবাদদাতা, চন্দননগর ঃ হুগলির চন্দননগর বারাসত গড়ের ধারে সন্দেহের বশে স্ত্রীকে খুনের চেষ্টার অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। জানা গেছে, ভদ্রেশ্বরের চণ্ডীতলায় ভাড়া বাড়িতে থাকত পেশায় মৎস্যজীবী স্বামী। স্ত্রীর উপর তার সবসময় সন্দেহ ছিল। তাদের একটি পাঁচ বছরের ছেলে রয়েছে। ওই সন্দেহ নিয়ে নাকি মাঝে মাঝে অশান্তি হত। সেই কারণে স্ত্রী চন্দননগর বারাসত ঘটক বাগানে চলে যান তাঁর মায়ের কাছে। তিনি স্বামীকে ডির্ভোস দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। সেই কারণে এক আইনজীবীর সঙ্গে দেখা করে ফিরছিলেন তিনি। শ্বশুরবাড়ির কাছেই স্ত্রীর উপর ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে স্বামী। রক্তাক্ত অবস্থায় ওই মহিলাকে স্থানীয় মানুষ চন্দননগর হাসপাতালে নিয়ে যায়। পুলিশ বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

শ্রীরামপুরে তিন তৃণমূল নেতাকে শোকজ

নিজস্ব সংবাদদাতা, শ্রীরামপুর ঃ হুগলির শ্রীরামপুর মহকুমার পঞ্চায়েত নির্বাচনে গণ্ডগোলের ঘটনায় তিন তৃণমূলের নেতাকে শোকজ করলেন সাংসদ। তৃণমূল সূত্রে জানা গেছে, সোমবার পঞ্চায়েতের বিভিন্ন পঞ্চায়েতে নির্বাচনের গণ্ডগোলের জন্য তিন তৃণমূলের নেতাকে শোকজ করলেন সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই তিন নেতা হলেন উত্তম রায়, সন্তোষকুমার সিং(পাপ্পু), আচ্ছালাল যাদব । উল্লেখ্য, আচ্ছালাল যাদব বর্তমান উত্তরপাড়া পৌরসভার পুরপ্রধান দিলীপ যাদবের দাদা। সোমবার পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিন কানাইপুর এলাকায় মোটর সাইকেল চড়ে বহিরাগতদের নিয়ে হামলা ও সাংবাদিকদের মারধর করার জন্য দলের পক্ষ থেকে কৈফিয়ত চেয়েছেন তিন তৃণমূলের নেতার কাছে থেকে।

পঞ্চায়েত নির্বাচনে খুন, মারধর, ভোটলুঠ, সন্ত্রাসের প্রতিবাদে তৃণমূল কংগ্রেস ও রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে ধিক্কার জানিয়ে মঙ্গলবার বিকালে আরামবাগ বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে এক মিছিল করা হয়। এই মিছিলে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন সাংসদ শক্তিমোহন মালিক, সিপিএম নেতা পূর্ণেন্দু চ্যাটার্জী, মোজাম্মেল হোসেন, গণেশ অধিকারী, সমীর চক্রবর্তী, সুদীপ্ত পোদ্দার, তিলক ঘোষ, তরুণ রায়, ভাস্কর রায়, উত্তম সামন্ত, আব্দুল রউফ, শান্তমোহন সরকার প্রমুখ। আরামবাগে ছবিটি তুলেছেন পিন্টু সাঁতরা

বৈদ্যবাটীতে উদ্বোধন তাঁত বস্ত্র বিপণীর

নিজস্ব সংবাদদাতা, বৈদ্যবাটী ঃ মাতৃ দিবস উপলক্ষ্যে মায়েদের নিয়ে হুগলির বৈদ্যবাটীতে উদ্বোধন হল অজিতা ফ্যাসান ইন্ড্রাস্ট্রিজ প্রাঃ লিঃ নামের এক বিপণী। এবিষয়ে ওই সংস্থার এক ডাইরেক্টর কৌশিক দত্ত বলেন, মূলত এই রাজ্যের নদীয়ায় বেশ কিছু তাঁত শিল্পীদের নিয়ে তাঁরা কাজ করেন। এছাড়াও তাঁরা বাঁকুড়া ও মুর্শিদাবাদের তাঁতিদের সিল্কের শাড়ি এবং হুগলির ধনেখালি, বেগমপুরের তাঁতিদের সাথেও কাজ করেন। তিনি আরও বলেন, এই সমস্ত তাঁতিরা মূল কাজটি করলেও তার সঠিক মূল্যায়ণ করা হয় না। তাই তাঁদের মূল উদ্দেশ্য হল, রাজ্য ও দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বেশ কিছু বিপণী খুলে সেখান থেকে এই সমস্ত শাড়ি বিক্রির মাধ্যমে তাঁদের কিছুটা আর্থিক সাহায্য করা। সেই হিসাবে তাঁরা তাঁদের সংস্থার তিন ডিরেক্টরের তিন মাকে সম্মান জানানোর পাশাপাশি তাঁদের এই বিপণীর উদ্বোধন করলেন। তিনি আরও বলেন, বিগত ২-৩ বছর এই সমস্ত তাঁতিদের সাথে কাজ করতে গিয়ে তাঁদের নানা অসুবিধাগুলি তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে দেখেছেন। ফলে এই সব তাঁতিদের জীবনধারার মান উন্নয়নের জন্য তাঁরা এই কাজ শুরু করলেন। অন্যদিকে তাঁদের এই কাজ ও তাঁত শিল্পীদের সাহায্যের ক্ষেত্রে আগামী দিনে রাজ্য সরকারের কাছেও সাহায্যের জন্য আবেদন জানাবেন বলেও তিনি জানান। অন্যদিকে বৈদ্যবাটীর জোড়াঅশ্বত্থতলার সামনে শ্রী কাপড় বিপণীর তিন কর্ণধার মৌসুমী ঘোষ, কবিতা দত্ত ও শেহনাজ বেগম জানান, আমরা এলাকার ১০-১২ জন মহিলা একসঙ্গে এই কাপড়ের বিপণীটি খুলেছি। আমাদের উদ্দেশ্য এলাকার মহিলাদের সহযোগিতা করা। এখান থেকে তাঁরা নিজেরাই স্বনির্ভর হতে পারবেন। সঠিকদামে পাইকারীতে কাপড় কিনে বাড়িতে বাড়িতে কাপড় বিক্রি করে ও পাশাপাশি এই বিপণী থেকে বাড়ির গৃহকন্যা, গৃহবধূরাও সঠিক দামে কাপড় কিনতে পারবেন। ভবিষ্যতে আমাদের ইচ্ছা, রাজ্য সরকারের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য নিয়ে হুগলির ধনেখালি, বেগমপুর, নদীয়ার ফুলিয়ার তাঁতশিল্পীদের বা কারিগরদের নিয়ে এসে হুগলি জেলার কোনও একটি জায়গায় কাপড় তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে। যা নিজেদের তৈরি করা কাপড় হুগলি জেলাসহ বিভিন্ন জেলায় ও বাইরের দেশে বিক্রি করার চিন্তাধারা রয়েছে। এদিন সন্ধ্যায় মাতৃদিবস উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বৈদ্যবাটী পুরসভার উপপৌরপ্রধানসহ বৈদ্যবাটীর বিভিন্ন মহিলা কাউন্সিলার ও অন্যান্য দলের মহিলা নেত্রীরা।

হতাশ জীবনে আশার আলো............
জার্মান হোমিও কেয়ার
Mob.-9674533162 / 7890779979
SEX, প্রবলেম - যৌন সমস্যা
●সহবাসে অক্ষমতা ●ইন্দ্রিয় শিথিলতা ●শীঘ্র পতন ●ইন্দ্রিয় ছোট, ইন্দ্রিয় সরু ●উত্তেজনার অভাব ❍স্বপ্ন দোষ ●ধাতু তারল্য ●ধাতু ক্ষয় ●সিফলিস ●গনোরিয়া ●ফাইমোসিস

সহ যাবতীয় নারী-পুরুষ যৌন ও গুপ্ত রোগের সুচিকিৎসা নিন।
১০০% সুচিকিৎসা নিন
[redacted] মদ, গাঁজা, ড্রাগস, সিগারেট ও হেরোইন, গুটকাসহ যাবতীয় নেশা ছাড়ানো হয়।
☆মহিলাদের বক্ষ সৌন্দর্য্য ☆যাবতীয় চুলের সমস্যার সমাধান করা হয়
☆অর্শ, ফিসচুলা, হাঁপানী, ডায়বেটিস ☆ব্রণ, চর্মরোগ, পেটের রোগ
☆ রোগা থেকে মোটা-মোটা থেকে রোগা
আগে থেকে ফোনে নাম নথিভুক্ত করে আসুন।
শেওড়াফুলি (পোস্ট অফিসের পিছনে) মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি দুপুর ৩ টে থেকে সন্ধ্যা ৭টা, রবিবার সকাল ৯টা থেকে সকাল ১১টা
দমদম জংশন ইন্দিরা ময়দানের বিপরীতে প্রতি সোম ও শুক্র সকাল ৯টা থেকে সন্ধে ৭টা
আরামবাগ গৌরহাটী মোড়
তারকেশ্বর কালীবাড়ীর মাঠের পূর্বদিকে

খানাকুলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু বৃদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা, খানাকুল ঃ ঝড়বৃষ্টির জেরে ঝুলে গিয়েছিল উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন বৈদ্যুতিন লাইনের তার। আর সেই তারেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক বৃদ্ধার। মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির খানাকুলের দৌলতচক গ্রামে। মৃতার না সুমিত্রা সামন্ত(৬৮)। জানা গেছে, তাঁর এক ছেলে ও দুই মেয়ে আছে। ছেলে বাইরে জুলেয়ারির কাজ করে। প্রতিদিনের মতো সোমবারও সুমিত্রাদেবী মাঠে গোরু চরাতে গিয়েছিলেন। বিকালের দিকে তিনি বাড়ি ফিরছিলেন। তখনই মাঠে ঝুলে পড়া ওই বিদ্যুতের তারটিকে তিনি হাতে করে সরিয়ে পার হওয়ার চেষ্টা করেন। তিনি বুঝতে পারেননি যে ওই রাতে বিদ্যুৎ সংযোগ আছে। ফলে সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর।

বন্ধ হল চন্দননগরের প্রাচীন সিনেমা হল ‘জ্যোতি’

নিজস্ব সংবাদদাতা, চন্দননগর ঃ ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতাত্তর হুগলি জেলা তথা চন্দননগরের বুকে তৈরি হয়েছিল ৭৭৭টি আসন বিশিষ্ট প্রথম সিনেমা হল ‘জ্যোতি’। সম্প্রতি এই সিনেমা হলই অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে গেল। সিনেমা হলের টিকিটঘরের সামনে সিনেমা হল কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞপ্তি ঝুলিয়ে দেয়, অনিবার্য কারণবশত সিনেমা হল বন্ধ করে দেওয়া হল। এরফলে এই জ্যোতি সিনেমা হলে কর্মরত বেশ কিছু কর্মী বেকার হয়ে পড়লেন। এবিষয়ে চন্দননগর পৌরনিগমের ২৩নং ওয়ার্ডের স্থানীয় পুরপ্রতিনিধি শৈলেন নাথ বলেন, ১৯৪৭ সালে চন্দননগরের ঘটকপরিবার এই সিনেমা হলটি তৈরি করলেও পরবর্তীকালে তাঁদের কাছ থেকে এই সিনেমা হলের মালিকানা হস্তান্তরিত হয় চন্দননগরেই রক্ষিত পরিবারের হাতে। এদিন তিনি বলেন, অনেক দিন ধরেই কানাঘুষো শুনছিলেন যে এই সিনেমা হল বন্ধ হয়ে যাবে। সেই মতো তিনি সিনেমা হল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথাও বলেন। সেই সময় সিনেমা হল কর্তৃপক্ষ তাঁকে বন্ধ না করার আশ্বাস দেওয়ার পাশাপাশি কিভাবে সময়োপযোগী করে এই সিনেমা হলকে আরও ভালো ভাবে চালানো যায় তা নিয়ে আলোচনা করবেন বলে জানিয়েছিলেন। কিন্তু এদিন হঠাৎই সিনেমা হল কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞপ্তি ঝুলিয়ে দেওয়ায় তিনিও বিষয়টি জানেন না বলে জানান। এদিন তিনি আফশোস করে বলেন, জ্ঞান হওয়া থেকে এই এলাকায় দুটি সিনেমা হল দেখে আসছেন। একটি স্বপ্না, অন্যটি জ্যোতি। কিছুদিন আগে স্বপ্না সিনেমা হল বন্ধ হয়ে গিয়ে সেখানে প্রোমোটিং করা হয়েছে। তিনি বলেন, এবার জ্যোতি সিনেমা হলটিও বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সাধারণ মানুষের ব্যস্ত জীবনে কিছুটা বিনোদনের যে জায়গা ছিল তাও বন্ধ হয়ে গেল। তিনি আরও বলেন, শুধু যে সাধারণ মানুষের অসুবিধা হবে তা নয়। এরফলে বহু মানুষ তাঁদের রুজি-রুটি হারিয়ে বেকার হয়ে পড়লেন। যেমন সিনেমা হলের কর্মীরা বা সিনেমা হলকে কেন্দ্র করে যাঁরা বিভিন্ন দোকান, সাইকেল গ্যারেজ চালিয়ে তাঁদের সংসার চালাতেন এখন তাঁরা সকলেই বেকার হয়ে পড়লেন। এদিন স্থানীয় পুরপ্রতিনিধি শৈলেনবাবু আরও বলেন, সিনেমা হল কর্তৃপক্ষের এটাই দাবি, যদি সিনেমা হল পুরোপুরি বন্ধ করে দেয় তা হলে সিনেমা হলে কর্মরত কর্মচারীদের সমস্ত পাওনা আগে মেটাতে হবে। পাশাপাশি এও বলেন, যদি কোনওভাবে এই সিনেমা হলকে আবারও চালু করা যায় তা নিয়ে সিনেমা হল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তিনি আলোচনা করবেন। এমনকি এবিষয়ে চন্দননগরের মহানাগরিকের সঙ্গেও কথা বলবেন।

অন্যদিকে জ্যোতি সিনেমা হলের এক নিরাপত্তা কর্মী মন্টু ঝাঁ বলেন, এখানে বর্তমানে ৯জন স্থায়ী ও ৩জন অস্থায়ী মিলিয়ে মোট ১২জন কর্মী রয়েছেন। সিনেমা হল হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, মালিক পক্ষ তাঁদের যেটা জানিয়েছেন, তা হল অত্যধিক লোকসানের কারণে তাঁরা সিনেমা হল বন্ধ করছেন।

বেড়াতে আসুন কামারপুকুরে

কামারপুকুর মঠের মেইন গেটের পাশে থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে
যোগাযোগ ঃ বাসুদেব লজ, কামারপুকুর
ফোন ঃ ৯৭৩৩৫৯৫৬৬৯

ফোন- ০৩২১১-২৫৬৯৫০/মোঃ ৯৭৩২৮৪৩৬৭৭
নিরোগ ডায়াগনস্টিক
●সিটি স্ক্যান ●ডিজিট্যাল এক্সরে ●আল্ট্রাসোনোগ্রাফি ●কালার ডপলার ●ইকোকার্ডিগ্রাফী ●প্যাথলজি ●এফ.এন.এ.সি. ●ই এম জি এন সি ভি ●বায়োপ্সি ●ই.ই.জি. ●ই.সি.জি
Dr. Nischay R, M.D. D.M.
প্রতি ইং মাসের প্রথম ও তৃতীয় রবিবার এন্ডোসকপি ও কোলোনসকপি করা হবে।